



## 38205 - রোযাদাররে সামান্য একটু বমি করার হুকুম কি?

### প্রশ্ন

সামান্য একটু বমি করা করিযোক নষ্ট করবে? এটি ছিল সামান্য; থুথু ও বমির মাঝামাঝি। আশা করব এর হুকুম পরিস্কার করবনে।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

বমি হলো: পটে থেকে খাদ্য ও এ জাতীয় কিছু দহেরে বাইরে বেরিয়ে আসা। লসানুল আরব নামক অভধানে (১/১৩৫) বলা হয়: ‘পটেরে ভতেরে যা আছে ইচ্ছাকৃতভাবে সটে বের করা’।

বমি করা রোযোক নষ্ট করবে, নাকি করবে না; সে প্রশঙ্গে কথা হলো: যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তাহলে রোযা নষ্ট হবে এবং সেই দিনেরে রোযাটিকাযা পালন করা তার উপর আবশ্যিক হবে। আর যদি বমিকে আটকিয়ে রাখতে না পারে, তাই নিজেরে ইচ্ছার বাইরে বমি করে দেয়; তাহলে তার রোযা সহি। তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না। ইতপূর্বে 38023 নং প্রশ্নোত্তরে এটি আলোচনা করা হয়েছে।

যদি কোন চকিত্সার কারণে বমি করার প্রয়োজন হয় এবং বমি করাটা নিরাময়ের ক্ষতেরে সহযোগী হয়; সক্ষেতেরে বমি করা জায়গে এবং সেই দিনেরে রোযাটি রমযান মাসেরে পরে কাযা পালন করা তার উপর আবশ্যিক হবে। যহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘তোমাদেরে মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ হবে অথবা সফরে থাকবে সে অন্যদিনগুলোতে এ সংখ্যা পূরণ করবে।’ [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৮৫]

সঠিক মতানুযায়ী এক্ষতেরে বেশি বমি ও কম বমির মধ্যে কোন পার্থক্য নহে। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে এবং সামান্য একটুও বের হয় এতে করে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। আল-ফুরু নামক গ্রন্থে বলা হয়: ‘যদি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করার চেষ্টা করে, ফলে কোন কিছু বমি করে দেয়; তাহলে রোযা ভঙ্গে যাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিসেরে দললিরে ভিত্তিতে ‘যে ব্যক্তিকে বমি পরাভূত করে ফলেছে তার উপর কাযা নহে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করছে তাকে কাযা পালন করতে হবে’। [আল-ফুরু (৩/৪৯); হাদিসটি আবু দাউদ (২৩৮০) ও তরিমযি (৭২০) বর্ণনা করছেন এবং বলছেন: এ হাদিসেরে উপর আলমেগণ আমল করছেন এবং হাদিসটিকে আলবানী সহি বলছেন]



তবে থুথু ও বমরি মধ্যযে পার্থক্য রয়েছে। থুথু, কফ ও এ জাতীয় জনিসিগুলো পটে থেকে আসে না। সুতরাং এগুলো বরে করে ফলেতে কহিবা থু করে ফলেতে দিতে কোন আপত্তি নহে। পক্ষান্তরে, বমি হিলো পটেতে যা আছে সটো বরে হওয়া যমেনটি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।